প্রতিষ্ঠাতা

আলহাজ্ব এম.এ. রশীদ চিশ্‌তী নিজামী (রহঃ)

প্রবাদে রয়েছে-"পূর্ববর্তী মনীষীদের আলোচনার মধ্যে পরবর্তীদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে।" মহান আল্লাহ যুগে যুগে দেশে দেশে এমন কিছু মানুষ প্রেরণ করেন যাদের আচার আচরণ, স্বভাব চরিত্র এত সুন্দর যে, তাঁদের ইন্তেকালের পর যুগ যুগ ধরে মানুষ তা স্মরণ করে। এমনই এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত মানুষের নাম আলহাজ্ব এম.এ. রশীদ চিশতী নিজামী (রহঃ)। তিনি বহুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করে কুতুবে যমান হাফেজ হযরত মাওলানা জমির উদ্দীন খান চিশতী (রহঃ) ও মাতা-পিতার পাশে শুয়ে থাকলেও আজো আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন
যুগ যুগান্তর ধরে।

জন্মঃ হযরত শাহজামাল (রহঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার মালঞ্চ গ্রামের। এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩১ সালের ৪ঠা এপ্রিল তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল গফুর মন্ডল, মাতার নাম মরহুমা উম্মে কুলছুম। আলহাজ্ব এম.এ গফুর মন্ডল একজন ন্যায় নিষ্ঠ ও সুবিচারক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ৫ নং নয়ানগর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও চেয়াম্যান পদে থেকে অত্র এলাকার বিভিন্ন জনহিতৈষী কাজের নজির স্থাপন করেছেন। তাঁর মাতা মোছাঃ উম্মে কুলছুম অত্যন্ত পর্দানশীল ও দানশীল নারী হিসেবে প্রশংসিত ছিলেন।

শিক্ষাঃ আলহাজ্ব মরহুম আঃ রশীদ সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় দাগী জালালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয় হতেই কৃতিত্বের সাথে ৫ম শ্রেণী পাশ করে জামালপুর জেলা সদরে অবস্থিত জামালপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাই ১৯৪৯ সনে তিনি কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি. তথা ম্যাট্রিক পাশ করেন। অতঃপর মন মানসে উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্খা থাকায় তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজ ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যথাক্রমে ১৯৫১ সনে আই.এ এবং ১৯৫৪ সনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মান কোর্সে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৫৫ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবনঃ শিক্ষাজীবন শেষ করে মরহুম আলহাজ্ব আঃ রশীদ সাহেব ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। এ সময় তিনি সি.এস.পি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে চাকুরিতে নিযুক্ত হন। এ বিভাগে দীর্ঘদিন চাকুরী করার পর তিনি গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ে যুগ্ম সচিব পদে নিযুক্ত হন। এরপর তিনিই প্রথম বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। চাকুরী জীবনে মরহুমের একনিষ্ঠতা, সততা ও দক্ষতার কারণে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে প্রথমে ত্রাণ পূণর্বাসন এবং পরে ধর্ম মন্ত্রনালয়ের সচিব পদে উন্নীত করেন।

বিবাহঃ মরহুম আলহাজ্ব আঃ রশীদ সাহেব মোমেনশাহী জেলার অন্তর্গত সুতিয়াখালী গ্রাম নিবাসী ডাঃ আব্দুল জলিল আহমেদের প্রথমা কন্যা বেগম সুলতানা জাহানারার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বেগম সুলতানা জাহানারা একজন ন্যায় নিষ্ঠ উত্তম চরিত্রের অধিকারিনী হিসেবে অত্র এলাকায় সুখ্যাতি অর্জন করেন। মরহুম আলহাজ্ব আঃ রশীদ ও সুলতানা জাহানারা উভয়েই তিন পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের মাতাপিতা। আলহাজ্ব আঃ রশীদ সাহেব তাঁর প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। তন্মধ্যে তাঁর বড় ছেলে আলহাজ্ব সুলতান মাহমুদ রেজা এফ.আর.সি.এস. ডিগ্রী অর্জন করে একজন উচ্চ মানের ডাক্তার হন। তিনি সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে ডাক্তারী পেশায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে আলহাজ্ব হাসান মাহমুদ রাজা ও তৃতীয় ছেলে আলহাজ্ব আকতার মাহমুদ রানা তাঁরা উভয়েই উচ্চ শিক্ষিত ও নম্র স্বভাবের অধিকারী। শিক্ষা ও ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে পিতা ও পিতামহের ঐতিহ্য ও কৃতিত্ব রক্ষায় তাঁরা আরো উদ্যোগী হয়ে অত্র এলাকায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপন করে সমাজের সার্বিক উন্নতির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

অবদানঃ মরহুম আলহাজ্ব আঃ রশীদ সাহেব ত্রাণ ও ধর্ম মন্ত্রনালয়ের সচিব থাকাকালীন সময়ে অত্র এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর এবং তাঁর পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেলান্দহ কলেজ, মালঞ্চ হাই স্কুল, আল-আমিন জমিরিয়া মহিলা ফাযিল (স্নাতক) মাদ্রাসা, মালঞ্চ আল-আমিন জমিরিয়া কামিল মাদরাসা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, বালক ও বালিকা এতিমখানা এবং নওমুসলিম পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি পীরে কামেল শাহ সুফী সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল বারী আল হাসানি ওয়ার হুসাইনি (রঃ) এর সোহবত লাভ করেন এবং তিনি তাঁর মুরীদ হন।

মৃত্যুঃ ধর্ম মন্ত্রনালয়ের সচিব থাকা অবস্থায় তিনি ব্রেইন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে আলহাজ্ব হাসান মাহমুদ রাজা সাহেবের একান্ত উৎসাহে সুচিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ড, ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়ে গেলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অতঃপর ১৯৮৮ সালের ৫ অক্টোবর তারিখে এ মহৎ প্রাণ মানুষ সকলের মায়া ছেড়ে ঢাকায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে যান। তাঁর মৃত্যুতে জামালপুর জেলা সহ সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। মরহুমের অছিয়ত অনুযায়ী বায়তুল মোকারমে জানাজা নামায শেষে তাঁকে বাংলাদেশ সরকারের হেলিকপ্টারে করে নিয়ে এসে গ্রামের বাড়ী মালঞ্চতে পীরে কামেল হাফেজ মুহাঃ জমির উদ্দিন খান চিশতী (রহঃ) এর কবরের পাশে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে হারিয়েছে। আমরা হারিয়েছি আমাদের এক মহান আলোর দিশারীকে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী করুন।.... আমিন।